আবাসন উন্নয়নে নারী

বাণী

শান্তি ও সুখের নীড় রচনা করা মানুষের জীবনের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা। সুন্দর বসতি গড়ে তোলার উৎসাহ মানুষের মৌলিক চাহিদার অঙ্গ। পরিবেশ উন্নয়নে ও উন্নত মানব সভ্যতার প্রধান সোপান তার বসবাসের নিশ্চয়তা। সেই প্রয়োজন পূরণে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবারের মতো এবারেও আমাদের দেশে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব বসতি দিবস'। তাই মানুষের কাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকারে পূর্ণ এই দিবস পালন আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান বিশ্বে অগণিত মানুষ গৃহহীন, স্বাস্থ্যহীন এবং সম্পদহীন অবস্থায় বসবাস করে। প্রায় প্রতিদিন ছিন্নমূল মানুষের ঢল নামছে শহরে ও বন্দরে। ফলে পরিবেশ বিপদগ্রস্থ হচ্ছে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হচ্ছে বিঘ্নিত। তাই তাদের জন্য নিরাপদ ও স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিৎ করতে জাতীয় পর্য্যায়ে সুদূর প্রসারী গৃহায়ণ নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে গৃহায়ণের মতো অপরিহার্য মৌলিক শর্ত পূরণের উদ্যোগ অব্যাহত রাখলে আবাসিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। পরিবেশ প্রতিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে পারি সুন্দর স্বাস্থ্য সম্মত পৃথিবী। আজকের দিনে এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।

এ বছরের বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'নারী ও আবাসন উন্নয়ন'। সমাজের নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করণে এবং তাদের স্বচ্ছলতা অর্জনে আবাসনের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা এবারের এই দিবসের প্রতিপাদ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। নারী সুন্দরের, কল্যাণের এবং মাতৃত্বের প্রতীক। তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে তুলতে হবে এবং যথাযথ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে ভবিষ্যত প্রজন্মের লালন-পালনের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে আমাদের হতে হবে আরো আন্তরিক। সকল গৃহহীনে গৃহদান হবে আমাদের উন্নয়ন প্রয়াসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আসুন, আমরা 'বিশ্ব বসতি দিবস'কে সার্বিকভাবে সফল করে তুলি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার - 'বিশ্ব বসতি দিবস'। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও এ দিবসে আমরা দেশের গৃহায়ণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং পর্যালোচনা করব। মানুষের কয়েকটি মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্ন ও বস্ত্রের মতই আবাসন তথা গৃহের গুরুত্ব। গৃহায়ণ- মানুষকে স্বাধীনভাবে বসবাসের নিরাপত্তা ছাড়াও কর্ম এবং উপার্জনের ভিত্তি প্রদান করে। এবারের বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে - Women and Shelter Development অর্থাৎ 'আবাসন উন্নয়নে নারী।'

বাংলাদেশের জনসমষ্টির অর্ধেকই হচ্ছে নারী। যে কোন পরিবার তথা সমাজে নারী হচ্ছেন বড় 'কর্মশক্তি'। শহরের অপরিকল্পিত আবাসনে এবং সুদূর পল্লীতে মেয়েরাই ঘর তৈরীর উদ্দেশ্যে যেখানে যা পায় তাই কুড়িয়ে নিয়ে কাজে লাগায়। মহিলারাই - একটি ঘরকে সমগ্র পরিবারের জন্য শান্তির নীড়ে পরিণত করে। অপরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশন, পানীয় জলের অভাব এবং ময়লা আবর্জনা ফেলার অসুবিধাসমূহ পরিবারের মহিলাদেরকেই বেশী বিড়ম্বিত করে থাকে। তাই, দেশের মানব বসতি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নারীকে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে গণ্য করার সুযোগ সৃষ্টিতে এবারের বসতি দিবসের প্রতিপাদ্যটি খুবই সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। একইভাবে, মানব বসতি পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণের গুরুত্বও এবারের বসতি দিবসের প্রতিপাদ্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

আমি বিশ্ব বসতি দিবসের সফল উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এ বৎসর এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। একই সাথে আমি আন্তরিকভাবে আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এবারের সকল আয়োজন সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক।

ব্যারিস্টার মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া
মন্ত্রী, পূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, নদী ভাংগন ইত্যাদি কারণে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে। তাছাড়া, সীমিত সরবরাহ ও বর্ধিত চাহিদার কারণে ভূমি, গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ, নির্মাণের উপকরণ ইত্যাদির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশের আবাসিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার এ আবাসন সমস্যা এবং এর ব্যাপকতা সম্পর্কে সচেতন। আবাসন সংকট নিরসনকল্পে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার আগ্রহী। এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহ প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ এবং যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকার সকল নাগরিকের জন্য গৃহায়ণ ব্যবস্থা সহজলভ্য করতে সচেষ্ট। বর্তমান সরকার 'গৃহায়ণকে' মানব বসতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন। ১৯৮৮ সালের জাতিসংঘের গৃহীত ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য আবাসন শীর্ষক লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি দেশের জন্য 'জাতীয় গৃহায়ণ নীতি' অনুমোদন করেছেন। গৃহায়ণ নীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

এই নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের লোকের জন্য গৃহায়ণ ব্যবস্থা সহজলভ্যকরণ, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত লোকদের জন্য গৃহ নির্মাণ ত্বরান্বিতকরণ এবং এক্ষেত্রে সামাজিকভাবে অবহেলিত, সহায় সম্বলহীন মহিলা ও গৃহহীনদের অগ্রাধিকার প্রদান।

গৃহায়ণ কার্যক্রমে সরকার ক্রমান্বয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে যাতে করে জনগণ বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণ অধিক হারে বাড়ী নির্মাণের জন্য জমি, অবকাঠামো, সেবা-সুবিধাদি, ঋণ সুবিধা ও যুক্তিসংগত দামে নির্মাণ উপকরণাদি লাভে সমর্থ হয়। এই লক্ষ্যে গৃহায়ণের জন্য নূতন নূতন অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে হবে।

সৃষ্টির প্রয়াস চালাতে হবে।

বস্তি এলাকা যেখানে আছে সে এলাকার উন্নয়ন, গৃহের ক্রমোন্নয়ন করা হবে। জনস্বার্থে প্রয়োজন হলে বস্তিবাসীদের সংগে কমিউনিটি পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে

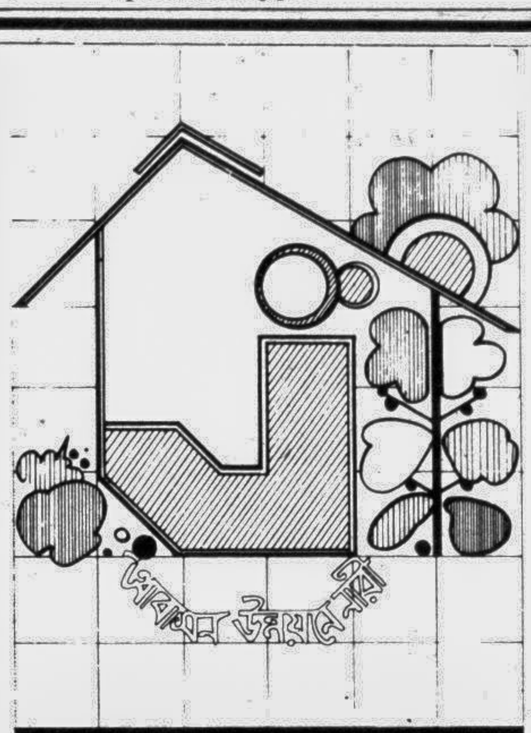

পূর্ত মন্ত্রণালয়
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ আশ্বিন ১৪০০ ❑ ০৪ অক্টোবর ১৯৯৩
ক্রোড়পত্র ব্যবস্থাপনা ❑ জেনারেশন

বাংলাদেশের আবাসন সমস্যা সমাধানে জাতীয় গৃহায়ণ নীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

অনিল চন্দ্র দাশ
পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

বিভিন্ন, আয়ের মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর জন্য জনস্বার্থে ব্যবহৃত কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো সম্বলিত জমির সরবরাহ বৃদ্ধি করা হবে। কৃষি জমির উপর বাড়ী-ঘর নির্মাণের প্রবণতা নিরুৎসাহিত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে পরিকল্পিত গুচ্ছগ্রাম তাদেরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে ফুটপাথবাসী ও গৃহহীনদের জন্য রাত্রিকালীন আশ্রয় (Night Shelter) এবং পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হবে।

জনগণের ক্রয় সামর্থ, ব্যক্তিগত সঞ্চয়, আত্ম-সহায়তা ও ব্যয় পুনরুদ্ধারের (Cost recovery) উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে। দুর্দশাগ্রস্থ এবং স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন প্রাপ্তির সামর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপার্জন ও আয় বৃদ্ধির জন্য ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিশেষ করে গৃহায়ণ প্রকল্পের জন্য ন্যূন পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং ফ্ল্যাট বাড়ী, টেরেস হাউস ইত্যাদি ঘনত্ববহুল ঘর-বাড়ী নির্মাণ করা হবে।

গৃহায়ণ ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন করা হবে। প্রথমতঃ মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় গৃহায়ণ ও নগর উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হবে। এই পরিষদ গৃহায়ণ নীতি বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। গৃহায়ণ নীতির বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ। খুব শীঘ্রই গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ গঠন ও চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের নতুন নামকরণ করা হবে মানব বসতি ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ে একটি মানব বসতি বিভাগ সৃষ্টি করা হবে যাতে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহের জন্য নীতিগত ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা যায়। আমি আশা করি জাতীয় গৃহায়ণ নীতির আলোকে দেশে ব্যাপক গৃহায়ণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

পরিচ্ছন্ন বসতি উন্নত জীবনের সহায়ক

বাণী

বাসস্থান মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান মানুষের মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে অপরিহার্য। এ সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রতি বছর 'বিশ্ব বসতি দিবস' পালিত হয়। আমি আশা করি, দিবসটি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে গৃহহীনদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে বিশ্বব্যাপী একটি সমন্বিত প্রয়াস নেয়া হবে।

বাংলাদেশ অত্যধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দরিদ্র দেশ। দারিদ্র্যের কারণে আমাদের বিপুল সংখ্যক লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই।

ফলশ্রুতিতে পরিবেশ হচ্ছে দূষিত। বিনষ্ট হচ্ছে আমাদের জনগণের দক্ষতা। তাই সরকার জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিকল্পিত গৃহায়ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি সুন্দর আবাসন সংস্থানের লক্ষ্যে 'জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালা' প্রণয়ন করছে। আমরা জাতিসংঘ ঘোষিত দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য বাসস্থান প্রাপ্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'আবাসন উন্নয়নে নারী' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই সময়োচিত হয়েছে। আমাদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কাজেই নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছাড়া বাসস্থানসহ দেশের কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়। আমরা তাই উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছি।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হল 'আশ্রয়' যা সামাজিক নিরাপত্তারও প্রতীক। দুহাজার সাল নাগাদ সবার জন্য আশ্রয়- জাতিসংঘের এই আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৮৬ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছেঃ 'আবাসন উন্নয়নে নারী'।

মানুষের স্বাস্থ্য, উন্নত পেশা গ্রহণের সামর্থ, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন যাত্রার উন্নতমান অর্জন বহুলাংশে নির্ভর করে আবাসন ও পরিবেশের উপর। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে আবাসন ও পরিবেশের দুরবস্থা একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যা নিরসনের জন্য বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ সজাগ। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। সমাজের ও দেশের প্রতিটি কর্মকান্ডের সাথে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজকে জড়িত করতে পারলে একটি দেশ বা জাতি আত্ম মর্যাদাশীল দেশ বা জাতি হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তাই বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সরকার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ব্যাপক বনায়নের উপর দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচীও হাতে নিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি গণমুখী কর্মকান্ডে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে উন্নয়নে নারী কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আশার কথা, সম্প্রতি পূর্ত মন্ত্রণালয় জাতীয় গৃহায়ন নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এ নীতির আওতায় স্বল্প পরিসরে বাড়ীঘর নির্মাণ, বাসস্থানের গুণগতমান ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য দেশজ প্রযুক্তি ও নির্মাণ উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আমি আশা করি আমাদের সীমিত সম্পদ সত্বেও সরকার এবং নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা আমাদের আবাসন সমস্যা সমাধান করতে পারব। আমি জাতিসংঘ ঘোষিত 'আবাসন উন্নয়নে নারী'- এ আহবানের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে এবারের বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

Sawai Rahman

সারওয়ারী রহমান
প্রতিমন্ত্রী, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার-'বিশ্ব বসতি দিবস'। পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত আশ্রয় গড়ার লক্ষ্যে গণ সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে 'বিশ্ব বসতি দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছরের- বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'আবাসন উন্নয়নে নারী'। জনবহুল আমাদের এ দেশে ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এবং পরিবেশের বিবর্তনের ফলে আমরা প্রতি নিয়তই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছি। চলতি বছর অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও পানি প্রবাহের ফলে দেশের বিরাট অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। গৃহহীন হয়েছে শত শত পরিবার। সরকার পল্লী ও শহরাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সরকারের এ সংকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের প্রয়োজনীয় বাস্তবমুখী কর্মসূচীর সাথে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী 'নারী-সমাজকে' সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। স্বাস্থ্য সম্মত আবাসস্থল নিশ্চিত করার মাধ্যমে বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্বে নারী সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। ভয়াবহ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীর ভাংগন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট আবাসন সমস্যাকে আমরা মোকাবেলা করতে পারব দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ 'নারী সমাজকে' আবাসন পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে। বর্তমানে নারী সমাজ ইট ভাংগার মত হাড়-ভাংগা খাটুনী, গৃহ তৈরী, গৃহ মেরামত, গৃহ পরিকল্পনা, গৃহ নক্সা প্রণয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের কাজ থেকে শুরু করে অনেক গুরু দায়িত্ব পালনেও অবদান তথা সফলতার স্বাক্ষর রাখছেন।

সরকার দেশের গৃহায়ন সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় গৃহায়ণ নীতি ১৯৯৩ অনুমোদন করেছেন। এতে সমাজের সর্বস্তরের লোকের গৃহায়ণের জন্য বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে গৃহায়ণ কাজে সকল উপকরণসমূহ যেমন ভূমি, অর্থ, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি সহজলভ্য করার জন্য সুপারিশ রাখা হয়েছে। আমি আশা করি দেশের গৃহায়ণ সমস্যা, সমাধানে পুরুষের সাথে সাথে মহিলার এগিয়ে আসবেন।

আমি এবারের 'বিশ্ব বসতি দিবস' উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সর্বাংগীন সাফল্য কামনা করছি।

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
সচিব, পূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্ব বসতি দিবস'৯৩ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী

রাজধানী ঢাকায় ❑ ৪ অক্টোবর

পদযাত্রা ❑ সকাল সাতটায় শাহবাগস্থ শিশু পার্ক থেকে ওসমানী মিলনায়তন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ❑ সকাল ১০ টায়, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন
প্রধান অতিথি-মাননীয় রাষ্ট্রপতি

প্রদর্শনী (নির্মাণ উপকরণ ও পদ্ধতি বিষয়ে) ❑ বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা, পূর্তভবন চত্বর, সেগুন বাগিচা।

সেমিনার শিরোনাম 'আবাসন উন্নয়নে নারী'
ক ❑ বিকেল চারটায় ধানমন্ডিস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
প্রধান অতিথি-মাননীয় পূর্তমন্ত্রী

খ ❑ ৫ অক্টোবর-সকাল সাড়ে নয়টা
স্থান-পূর্তভবন সভা কক্ষ, ঢাকা
প্রধান অতিথি-মাননীয় পূর্তমন্ত্রী

বিশ্ববসতি দিবস' ৯৩ উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।